কর্মজীবনে কিভাবে নিজের উন্নতি ঘটাবেন

শান্তা মারিয়া

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ জুলাই ১৯৯৯

চাকুরী জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছেন আপনি। কিন্তু যা চান তা আপনি পাননি আজও। আপনি চান বিভাগে শীর্ষ পদটি। যা এখনও রয়ে গেছে আপনার আয়ত্বের বাইরে। আপনার প্রায়ই মনে হয় আপনি এবং শীর্ষস্থানটির মধ্যে কোথায় যেন এক অদৃশ্য দেয়াল রয়ে গেছে। চাকুরী ক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা প্রশ্নাতিত, আপনার সার্ভিস রেকর্ডও ভাল। আপনার যখন যা প্রয়োজন তা হচ্ছে কিছু জরুরী দক্ষতার সংযোগ ঘটানো। আপনার কাঙ্খিত শীর্ষপদটি পেতে হলে প্রথমেই কোম্পানীকে নতুন আয়ের সম্ভাবনা ও পথগুলো বাতলে দিতে হবে। কোম্পানী কিভাবে আরও লাভ করতে পারে এ সম্পর্কিত কোন বুদ্ধি-পরামর্শ যদি আপনার মাথায় থাকে তাহলে আর দেরি নয়। আপনার পরামর্শগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে প্রপোজাল আকারে পাঠিয়ে দিন প্রতিষ্ঠানের একেবারে কর্তা ব্যক্তির কাছে। ভাবছেন বসের স্বাক্ষর ছাড়া মালিকের কাছে কোন কিছু পাঠাবার নিয়ম নেই। এতে কিছু আসে যাবে না। দুয়েকবার নিয়ম ভাঙলে ক্ষতি নেই। তবে আপনার বস যেন এসব বিষয় ঘুর্ণাক্ষরেও টের না পান। একবার যদি তিনি বুঝতে পারেন তাঁর চেয়ারের দিকে চোখ পড়েছে আপনার, তাহলে কিন্তু আর রক্ষা নেই। কারণে-অকারণে মালিকের কাছে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা শুরু হয়ে যেতে পারে। তাই মুনাফা বাড়াবার প্রোপোজালটি বসের কাছে না দিয়ে সরাসরি মালিকের হাতে পৌছে দেয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এ বিষয়ে একটু ঝুঁকি নিতে হলেও দ্বিধা করবেন না। মনে রাখবেন ''নো রিস্ক, নো গেইন''। আপনার প্রোপোজালের জন্য যত বেশি সম্ভব নতুন তথ্য যোগাড় করা। শীর্ষপদের জন্য যে জিনিসটি খুব বেশি প্রয়োজন তা হলো নেতৃত্বের গুণাবলী । নেতৃত্বের গুণাবলী আপনার সহজাত হতে পারে। যদি আপনার সহজাত নেতৃত্বের গুণাবলী না থাকে তবে তা অর্জনের চেষ্টা করুন। এ ব্যাপারে যদি আপনার মনে কোন দ্বিধা দ্বন্দ বা সঙ্কোচ থাকে তাহলে তা ঝেড়ে ফেলুন আজই। মনে রাখবেন শামুকের খোলার ভিতরে নিজেকে গুটিয়ে রেখে কখনই একদল লোকের নেতৃত্ব দেয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনার এ নেতৃত্বের গুণাবলী অবশ্য এমনভাবে প্রকাশ করতে হবে যেন তা মালিকপক্ষের নজরে পড়ে।

আজকাল বড় বড় প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তির সাংস্কৃতিক গুণ, মিশুকে স্বভাব এবং রুচিশীলভাবে আলাপ জমাবার ক্ষমতাটিকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। এসব গুন মালিক পক্ষের নজরে আনার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট সুযোগ হচ্ছে অফিসিয়াল পিকনিক বা অন্য যে কোন অফিসিয়াল অুনষ্ঠান। প্রয়োজনে আপনি নিজের বিভাগে উদ্যোগ নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন। এতে মালিককে দাওয়াত দিতে কিন্তু আপনি নিজেই যাবেন। নইলে সবই মাটি হবে। অনুষ্ঠানটি সফলভাবে পরিচালনা যদি করতে পারেন তাহলে বুঝবেন মালিকের নেক নজরে পড়তে দেরি হবে না। এ অনুষ্ঠানে মালিককে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে ভুলবেন না কিন্তু। পিকনিকের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। পিকনিক বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে সারাক্ষণ হইচই বা গানবাজনা নিয়ে মত্ত হয়ে থাকবেন না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। এ প্রসংগে একটা ঘটনা মনে পড়ছে। একটি সরকারী ব্যাংকের বার্ষিক পিকনিকে একজন তরুন কর্মকর্তা তাঁর মহিলা সহকর্মিদের কৌতুক পরিবেশন করছিলেন এবং উচ্চস্বরে

হাসছিলেন। ব্যাংকের এমডি তাঁর এ হাসাহাসি খুব প্রসন্ন মনে গ্রহণ করছিলেন না । এক পর্যায়ে কর্মকর্তাটি উচ্চস্বরে একটি সিনেমার গান ধরলেন। এমডি এবার আরও বিরক্ত হলেন। পিকনিকের দুদিন পর কর্মকর্তাটিকে বদলীর আদেশ পাঠানো হয়। পিকনিক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংযত অথচ স্মার্ট আচরণ কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি অর্জনে অনেকটা সহায়তা করে।

পৃথিবী সর্বদাই পরিবর্তনশীল। আপনি যে প্রতিষ্ঠানের কাজ করছেন সেখানেও নতুন প্রযুক্তির আমদানী নিশ্চয়ই ঘটছে। নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে কখনও দ্বিধা করবেন না। শিকাগোর প্রখ্যাত ক্যারিয়ার মনস্তত্ত্ববিদ অর্লেন হিস্ক তাঁর ''লাভ ইয়োর ক্যারিয়ার এ্যান্ড সাকসেস উইল ফলো'' বইতে উল্লেখ করেছেন যে, অনেকেই নতুন প্রযুক্তিকে ভয় পায়। কারণ নতুন প্রযুক্তিতে সে হয়ত দক্ষ নয়। নতুনভাবে শিখতে গেলে যদি তাকে অন্যদের সামনে হাস্যাস্পদ হতে হয় এটিই তার ভয়। আপনার অফিসে হয়ত ইন্টারনেট চালু হচ্ছে, কিন্তু আপনি জানেন না কেমন করে এটি কাজ করে। ভয় পাবেন না। শেখার কোন বয়স নেই। আপনি যে এটি সম্পর্কে অজ্ঞ তা অফিসে প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। অফিসের বাইরে কোন ট্রেনিং সেন্টার থেকে এটি শিখে নিন। সংক্ষিপ্ত একটি কোর্সই হয়ত এ বিষয়ে আপনাকে করে তুলবে দক্ষ। অফিসের বাইরে কোথাও শিখলে সুবিধা এই যে, দুয়েকবার ভুল করলেও সেগুলো নিয়ে সহকর্মিদের সামনে বিবৃত হতে হবে না। পোষাকের ব্যাপারে সচেতন হোন। এমন ধরণের পোশাক নির্বাচন করুন যাতে আপনার ব্যক্তিত্ব পুরোপুরিভাবে ফুটে ওঠে। সস্তা দামের পোশাক অফিসে পরবেন না। চারটি সস্তা পোশাকের চেয়ে দুটি দামী পোশাক বাঞ্ছনীয় । রঙচঙে পোশাকে নিজেকে হাস্যকর করে তুলবেন না। সর্বদা পরিচ্ছন্ন অবস্থায় অফিসে আসুন। মনে রাখবেন অফিস হাসি ঠাট্টার জায়গা নয়। সহকর্মি এবং নিম্নপদস্থদের সাথে খুব বেশি হাসি ঠাট্টা করবেন না। পরিশেষে একটি কথা মনে রাখবেন, আত্মবিশ্বাস সাফল্যের চাবিকাঠি। আত্মবিশ্বাসের সাথে শীর্ষপদটি দখলের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। নিজের চালচলনে সে আত্মবিশ্বাসকে ফুটিয়ে তুলুন। দৃঢ়তার সাথে সিদ্ধান্ত নিন। বসের সামনে একবারে গলে না পড়ে নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখুন। সেদিন হয়ত আর দুরে নয়, যে দিন বিভাগের শীর্ষস্থানটি থাকবে আপনার দখলে।